মূর্ছনা
==========
www.MurchOna.com
Archives of eBooks, Music & Videos
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
==========
suman_ahm@yahoo.com

চাতক জল

কাবেরী রায়চৌধুরী

দুপুর থেকে আসা ইস্তক বাড়ির ছোট্ট ছাটা ঘাসের পোড়ো জমিতে দাঁড়িয়ে থাকা দুধসাদা গাড়িটাকে দেখছে তো দেখছেই কমল। এ এক অদ্ভুত অনুভূতি।

ছোট্ট দু'কাঠা জমির ওপর চার খোপের ছোট ছোট ঘর। কমলের বাবা বানিয়ে গেছিলেন। প্রথমে ছিল দরমা ছ্যাঁচার বাড়ি, তারপরে পাকা হল কালে কালে। সম্মুখের খানিকটা জমি ফেলে রাখা ছিল। সেখানে আপনমনে ঘাস বাড়ে, দূর্বা বাড়ে, জংলা ফুল, লতা-পাতা বাড়ে। এখন জঙ্গল আগাছা পরিষ্কার হয়ে শুধু ঘাস দূর্বোর বসতি।

বাবা গত হওয়ার পর পরই ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ে কেরানির চাকরিটা পায় কমল। বেশ দু:খ হয়েছিল তখন, নিজের যোগ্যতায় পাওয়া চাকরিটা বাবা দেখে যেতে পারলেন না বলে। মা তার জন্মের দু'বছরের মাথাতেই চলে গেছেন।

বহুদিন পরে এ বাড়িতে মহিলার গন্ধ। আজ ছ'মাস হল রমা এসেছে তার জীবনে। হাইকোর্টের মুহুরির মেয়ে রমা। বিজ্ঞাপনে দিয়েছিলেন রমার বাবা। 'ফর্সা-সুন্দরী, মাধ্যমিক উত্তীর্ণা, গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রীর উপযুক্ত পাত্র চাই। সেই বিজ্ঞাপনে চোখ আটকে গিয়েছিল তার। খবরের কাগজ খুললেই এমন দামি দামি বিজ্ঞাপন যে সেদিকে হাত বাড়ানো যায় না। সে হিসাবে রমার বাবার দেওয়া বিজ্ঞাপন তার কাছে উপযুক্ত মনে হয়েছিল। সে যেখানে পাসকোর্সের গ্র্যাজুয়েট, সেখানে তার হবু স্ত্রীর অন্তত মাধ্যমিক পাস হওয়া উচিত। তার অধিক বা তার কম কোনওটাই উপযুক্ত নয়। এইটুকুই ছিল তার সামান্য চাহিদা। তাই অভিভাবকহীন সে নিজেই স্বদায়িত্বে বিজ্ঞাপন থেকে চিঠি ঠুকে দিল একটা। তারপর যা হওয়ার তাই হল।

একদিন উত্তর এল। সঙ্গে সঙ্গে অফিসে ফোন এল। তারপর সামান্য কথাবার্তা বিনিময়ের পরে রমা এল তার ঘরে। ফর্সা সে নয়। রাস্তাঘাটে যেসব মেয়েদের সালোয়ার-কামিজ, স্কার্টে সে দেখে, তেমন সুন্দরীও নয়। তবে রমার সমস্ত শরীর দিয়ে কেমন একটা সবুজ রং আর রান্নার পাঁচমিশেলী গন্ধ পাওয়া যায় যেন। তার চোখ শরীরের আগে কথা বলে। একটিও আসবাব, আর পয়সা না নিয়ে সে রমাকে ঘরে এনেছে। 'পণ' ব্যপারটাকে সে অন্য কোণ থেকে দেখে। পাত্রীর বাবা-মা, পাত্রীর কাছে বিক্রি হয়ে যাওয়ার সমতুল্য যেন।

সেই রমা আজ ছ'মাস তার ছোট্ট বাড়িকে সাজিয়ে গুছিয়ে তুলেছে। বাড়িটা এখন সবসময় উৎসব বাড়ির মতো। বন্ধু, অতিথিবৎসল বলে, তার বন্ধুবান্ধবরাও এখন হুট বলতেই রমাকে ফোন করেই চলে আসে। চায়ে, পকোড়ায় জমিয়ে দেয় রমা একাই। বেশ স্ফূর্তির একটা চাপা ভাব এখন তার মনে চোরাস্রোতের মতো বয়ে যায় সবসময়। অফিসের ফাইলের পাতায় পাতায় রমার হেসে গড়িয়ে পড়া, এলো খোপা খুলে গিয়ে কালসাপিনীর মতো চুল আছড়ে পড়ার ছবি দেখতে পায়। ভুল হয়ে যায় কাজে। ইদানীং এর চিঠির বয়ান তার চিঠির ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে এতবার যে বস

মুখার্জি সাহেব ধমক না দিয়েও হাসতে হাসতেই সতর্ক করে দিয়েছেন -- এইভাবে বউয়ের স্বপ্ন দেখলে দিনের বেলায়, আমার বদলে মিস্টার সেনের আন্ডারে হলে তো আপনার চাকরিটা চলে যেত কবে ! একটু খেয়াল করুন।
বন্ধুর যখন রমার সঙ্গে রসিকতা করে, তখন এমন সপ্রতিভ সব উত্তর দেয় সে, যে তার নিজেকে কেমন ভেতো ভেতো ম্যাদামারা লাগে। ক'দিন আগেই তো, যতীন এমন একটা জোকস্ বলল, যে রমার কেমন লাগবে ভেবে তারই অস্বস্তি শুরু হচ্ছিল। ওমা ! রমা এমন হাসল যে তার বুকের ওপর থেকে শিফন শাড়ির আঁচলটি খসে পড়ল আর সেই দিকে খেয়ালই নেই রমার। বিয়ের জল পড়ে রমার চিকন শরীরে সুখের মেদ লেগেছে। বুক দু'টো তার দেহের তুলনায় বেশ উঁচু আর ভারী। আঁচল চ্যুত হওয়ায় তারা প্রকাশ্যে হাসির সঙ্গে সঙ্গে নেচে উঠেছে, দেখতে পাচ্ছে সে। এমনকি স্তনবৃন্ত দু'টিও পাতলা ব্লাউজের ভেতর থেকে তীক্ষ্ম হয়ে প্রকাশিত, দেখতে দেখতে তার শরীরেই এমন ঝিম্‌ঝিম্ ভাব উঠল যে, সে আর বলার নয়। মুহূর্তে, নিমেষে মনে হল, তবে যতীনের না জানি কীরকম খারাপ লাগছে ! হাজার হলেও বন্ধুর স্ত্রী। নাম ধরে ডাকলেও একটা সম্পর্ক তো থেকেই যায় দেওর-বৌদির ! অথচ রমার নিজেকে আবৃত করার দিকে খেয়ালই নেই। আর সেও বলতে পারছে না কিছু। আর তখনই যতীন চেয়ার থেকে উঠে বিছানায় বসা রমার বুকের ওপর আঁচলটা টেনে দিয়ে বলল, মারবে নাকি ? কাছে পিঠে পুকুর নেই যে ডুববো। তোমার বাড়ির একতলার ছাদ থেকে ঝাঁপ দিলে ঠ্যাংটাই ভাঙবে শুধু। আধমরা করে কী সুখ পাবে ? হুঁ ?

খিলখিলিয়ে হাসছে রমা। অবাক হয়ে দেখল সে, কেমন অপরূপ ভঙ্গিতে ভ্রূ জোড়ায় বঙ্কিম লাস্য ফুটিয়ে সে বলল, যান ! অসভ্য কোথাকার !

-তোমার তো আমাকে আধমরা করে রেখেই সুখ দেখছি !

-শুধু আপনাকে বুঝি ? কথায় কথায় হাসে রমার শরীর, আর সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো দুলে দুলে উঁচু হয়ে ওঠে তার বুক জোড়া আর ভেঙে পড়ে তার চুলের রাশি।

-ও বাবা ! আবার কাকে মারলে খুকুমনি ? যতীনও যে রসিক মানুষ এতটা পরিচয় আগে পায়নি সে। অসভ্য রসিকতা মাঝে মাঝেই বন্ধু মহলে করত, তবে নারী-পুরুষ ভেদে সে এতটা স্বচ্ছন্দ, তা জানা ছিল না কমলের।
চেঁছে পরিষ্কার রাখে বাহুমূল। সেই বাহুমূলে তিনটি অপুর্ব রেখাঙ্কণ লক্ষ করেছে সে। আজ দেখল যতীন কেমন বে-দিশা হয়ে তাকিয়ে আছে সেইদিকে। রমা চুল বাঁধছে তো বাঁধছেই। যতীন অস্ফূটে বলল, সবুজ দূব্বোঘাস !

- বাগানে তো ? বড় হয়ে গেছে। হাসছে রমা।

- ছেটে ফেল। একটু আভাস থাকলে ভাল দেখায়।

- তোমার বন্ধুকে বলো। ও আমার কম্ম বুঝি ?

-ঘাস ? ঘাস কোথায় ? বিস্মিত সে, বলল, গেল সপ্তাহেই তো ছাট্‌লাম নিজের হাতে। ওটুকু না থাকলে তো, ন্যাড়া ন্যাড়া লাগবে। বড়লোকেরা শালা একেই বলে 'লন'। যতীন আর রমার রসিকতা চর্চায় এর থেকে বেশি ভূমিকা সে আর নিতে পারে না যে, বিলক্ষণ বুঝে গেছে এই ছ'মাসে।

শুধু কী যতীন ? রূপক, দেবল, সুবোধ, শঙ্কর - কে আসে না এখন, এ বাড়িতে ? সে থাক আর না থাক, রমা আপ্যায়ণে ত্রুটি রাখে না। এও তো তার গর্ব। শঙ্করেরও বৌ আছে, সুবোধেরও বৌ আছে, কই তাদের বাড়ি তো সে নিজেও বিশেষ একটা যায় না ! আর অন্য বন্ধুরাও শঙ্কর, সুবোধের অনুপস্থিতিতে যায় না। তারা তো রমার মতো স্মার্ট, বুদ্ধিমতি, রসিকা নয় ? তাদের আপ্যায়ন মানে এক কাপ চা দিয়ে বার বার করে বলা, 'আপনি না হয় সুবোধ এলে আর একবার আসুন' অথবা 'আপনি শঙ্করের জন্য অপেক্ষা করবেন ? তার কি আর আসার ঠিক আছে ? বরং ফোন করে আসুন।' এরপর কার আর দু'দন্ড বসার ইচ্ছা থাকে ? রমা তার গর্ব। এতদিনের মহিলাবিহীন বাড়িটা যে কী নি÷হঙ্গ আর নি÷হ্হুম ছিল বলার নয়। রমা একাই হাজার বাতি জ্বেলে রেখেছে যেন। তাই তার কিছু কিছু আচরণ খারাপ লাগলেও মুখ ফুটে বলে না সে কিছু। দু-একবার আদি রসাত্মক কথাবার্তা চালাচালি করা নিয়ে

আপত্তি তুলতে রমার মুখের সমস্ত আলো পলকে নিভে গিয়েছিল, তারপর অপ্রসন্ন মুখে বলেছিল, তাহলে আগেকার দিনের মতো বাড়িতে চিকের ব্যবস্থা করে দাও। তোমার বৌ আর মুখ দেখাবে না কাউকে। আমাদের বাড়িতে বাবার বন্ধুদের সঙ্গে মায়ের হাসি ঠাট্টার সম্পর্ক ছিল। আমি সেইসব দেখে বড় হয়েছি। তোমরা ওসব বুঝবে না। ঠিক আছে, বন্ধুদের নিজের মুখে বারণ করে দিও, যেন তুমি না থাকলে আর না আসে তারা।

ভারী ছোট মন মনে হয়েছিল কমলের নিজেকে। নিজেকেই ধিক্কার দিয়েছিল মনে মনে, ছিঃ, এত ছোট মন তার ! পড়াশুনো জানা মেয়ে সে, আধুনিক মেয়ে, আর এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে সে রমাকে খারাপ ভাবল ! ছি ছি ছি ! প্রতিজ্ঞা করেছিল সেইদিনই মনে মনে, আর জীবনে কখনও রমাকে কিছু বলবে না। রমার মুখের হাসি নিভিয়ে দেবে না।

স্বপ্নের মতো সুখের দিন যেন বাতাসে বাতাসে ভাসে। কখন যে সময় মুহূর্ত পার হয়ে যায় ! কবে কীভাবে যে ছ-ছ'টা মাস দমকা বাতাসের ঝাপটার মতো যাবতীয়, মুহূর্তে 'কাল' হয়ে গেল ! অতীতের পৃষ্ঠায় ছ'মাস এখন ! সুখের ছ'মাস ! এখনও স্বপ্ন ভরপুর কমল। তবু অপ্রসন্নতা এখন যেন চোরা অসুখের মতো মাঝে মাঝে কষ্ট দিচ্ছে।

পাঁচ দিন হল থার্ড হ্যান্ড গাড়িটা বাড়িতে এসেছে। হোক্ না পুরোনো মডেল। ফিয়েট বডি। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মালিকের হাতের অযত্নের ছাপ সর্বাঙ্গে তার। কোথাও একটু টোল খেয়ে গেছে। গায়ের রং জল ঝড় রৌদ্রের প্রখরতায় বর্ণহীন ফ্যাকসাটে মতন। তবু আস্ত একটা গাড়ির মালিক তো সে। তার মতো ক'জন কেরানি আস্ত গোটা একট গাড়ির মালিক হয় ? ব্যাঙ্কে নামমাত্র জমেছে তার। বাবা যা সঞ্চয় করেছিলেন, তার থেকে বিয়ের খরচ বাবদ বেশ কিছু ব্যয় হয়ে গেছে। তবু পাড়ার গ্যারাজে গাড়িটাকে বেশ কিছুদিন একইভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, কৌতুহল হয়েছিল তার। জিজ্ঞেস করাতে গ্যারাজের মালিক রাজু বলেছিল, বিক্রি আছে। খদ্দের পেলে দিয়ে দেব যা দাম পাই তাতে, কেউ থাকলে বলবেন দাদা।

তখনই মনের মধ্যে আশৈশব, আবাল্য ঘন হয়ে ওঠা স্বপ্নটা ঠেলেঠুলে তাকিয়েছিল। টের পাচ্ছিল সে। আনন্দধ্বনি একটা গুন্‌গুন্‌ গুন্‌গুন্‌ করে অনবরত জানান দিচ্ছিল কী যেন এক শুভ সঙ্কেত। গাড়িটাকে কাছে গিয়ে ভাল করে দেখেছিল সে তখনই। মনে মনে বলেছিল, মন্দ নয়। বরং বেশ ভালই।

- আছে কেউ দাদা ? দশ-বারো যা পাই ছেড়ে দেব। একটু মনে লেগেছিল যেন কমলের। সে কেরানি বলেই কিনা তাকে খদ্দের হিসাবে ভাবতে পারছে না রাজু ? তাকেও তো বলতে পারত ? কালক্ষেপ না করে বলে উঠেছিল সে, দশে দিবি তো আমি নিয়ে নেব, তোর বৌদির খুব শখ।

- আপনি ! আপনি নেবেন ? অবাক হবার ভাবটা সঙ্গে সঙ্গেই কাটিয়ে বলেছিল রাজু, ঠিক আছে, দিয়ে দেব, সোল্ড বলে ঝুলিয়ে দিই তাহলে ?

- হ্যাঁ হ্যাঁ, পা তখন তার আর মাটিতে নেই। উড়ছে সে। শরীরের মধ্যে হাজার হাজার ডানার অনুভব তার। বলেছিল, কালই পাঠিয়ে দে, নগদ দিয়ে দেব।

- ঠিক আছে। কিন্তু ড্রাইভিং জানেন তো ?

সে যে বাল্যের স্বপ্ন পূরণ করার অভিপ্রায়ে বাবাকে গোপন করে ড্রাইভিংটা শিখে নিয়েছিল, একথা তো সে ছাড়া আর কেউই জানে না। তখনই সেই আঠার বছর বয়সে গাড়ির স্টিয়ারিং-এ হাত রাখতেই বিদ্যুত চমক হয়েছিল তার বুকে !

বলল, জানি।

- তাহলে চালিয়ে দেখে নিন একবার।

- চল্‌।

দরজা খুলে, সিটে বসে স্টিয়ারিং-এ হাত রাখতেই, সে অফিসের সেন সাহেব অথবা মুখার্জি সাহেব ! ছুটে চলল গাড়ি। তার লাগাম তার হাতে। যখন যেমন, গতি বাড়াবে কমাবে সে। ইচ্ছামতো ছোটাবে গাড়িকে। নিজেরই হৃৎস্পন্দন শুনতে পাচ্ছে সে। মনে হচ্ছে দম্ বন্ধ হয়ে মরে যাবে সে এক্ষুনি। এ-গলি ও-গলি ছুটছে গাড়ি। পথচারিরা দেখছে তাকে। আহ্ ! বুকের ছাতি ফুলে ফুলে উঠছে !
- কেমন ?

- ভাল। উচ্ছ্বাস দেখাতে নেই বিক্রেতার কাছে, জানে কমল, তাই ঢেউ চেপে রেখে বলল, ঠিকই আছে। তবে দশ একটু বেশি হল না ?

- কেউ দেবে না দাদা এর কমে। হতে পারে থার্ড হ্যান্ড ; তবুও। তবে একটু রিপেয়ার করে নেবেন, মানে মাজা ঘষা, বডি রং এই আর কী। দেখবেন কী সার্ভিস দেয়।

- ঠিক আছে। কাল এসে নিয়ে যাব। কাগজপত্র রেডি রাখিস।

শূন্যে ভাসতে ভাসতে বাড়ি ফিরল কমল। নি:শব্দে ঢুকেছে। রমার অভিব্যক্তিটা কল্পনা করছে, খবরটা শোনার পর কী যে তার অবস্থা হবে ! ঘরের বাইরে জুতো খুলতে খুলতেই বেডরুমের ভেতর থেকে হাসি আর কথার শব্দ শুনতে পেয়েছে কমল। শঙ্কর আর রমার কণ্ঠস্বর। ড্রয়িংরুমের দরজা উন্মুক্ত। ড্রয়িংরুম পেরিয়ে ঘরের পর্দা সরাতেই ছিটকে সরে বসল না রমা ? হাসিটুকু মলিন হতে হতেও প্রগল্ভ হয়ে উঠল আবার রমা মুহূর্তের মধ্যেই, বলল, আরে, এত চুপচাপ এলে যে বুঝতেই পারিনি ! বাব্বা ! বেড়ালকেও যে হার মানালে গো ! হই হই করে উঠেছে শঙ্কর, শালা নি÷হ্হব্দ শিকারী ! ব্যাপারটা কী বল্ তো ? তোর বৌ চা আর কফি খাইয়ে খাইয়ে যে মারবে রে ! তোর না ছ'টায় বাড়ি ঢোকার কথা ? সেখানে সাড়ে সাতটা ! রমাকে নিভৃতে সংবাদটা দেবার আনন্দ কখন যেন হারিয়ে গেছে ! মনের ভেতর যে চিত্রটা তৈরি হয়েছিল, দেখতে পাচ্ছে কমল স্পষ্ট ; ছবিটা ঝাপসা হয়ে তাতে আরও কতরকমের আঁকিবুকি, জটিল রেখারা স্থান করে নিল। ছবিটা আর সুন্দর নেই। তবু মনের অখুশি ভাবটা চেপে রেখেই হাসার চেষ্টা করল, বলল, কাজ ছিল বাবা,

কাজ ছিল ! তোর মতো তো কাপড়ের ব্যবসা করি না যে যখন তখন ইচ্ছে মতো ছুটি ?

- দেখিস, চেহারাখানা তো কার্তিকের মতো, আবার দুনম্বরি কিছু করিস না !

হাসছে শঙ্কর, রমার দিকে ফিরে বলল, সাবধানে রেখো মালটাকে।

কথার আগেই শরীরে ঝংকার ওঠে রমার। দুলে উঠল সে, বলল, তাই যদি পারত ! বাবু আপনার খরগোসের মতো ভীতু আর নরম। বাঘ, সিংহ যদি হত তো বুঝতাম। খল্‌খল্‌ করে হাসছে রমা, বলল, গল্প করো, চা আনি।

মুগ্ধ চোখে চেয়ে আছে শঙ্কর রমার অপসৃয়মান শরীরটার দিকে, তারপর কমলের দিকে ফিরে বলল, সত্যি সত্যি ভাগ্য করে বৌ পেয়েছিস ! আমার বৌটাকে দেখ্‌, বিয়ে হয়েছে আজ তিন বছর, হাসি দেখলাম না মুখে কখনও। সারাক্ষণ ঘর পরিষ্কার করছে আর ঠাকুর দেবতা করছে !

- সেটাও তো সবাই করে না।

- ঘরের বৌ হিসাবে ঠিকই আছে, কিন্তু রমা দারুণ ! তোর বাড়িটাই পালটে দিয়েছে।

ঠিকই তো, তার জীবন ; তার জীবনবোধ সব কিছুই পালটে দিয়েছে তো রমা।

রাতে বিছানার নিভৃতে রমা যখন নিজেকে উন্মুক্ত করছে, তখন আবার পুরোনো আবেগটা ফিরে এসেছিল তার। সে নরম, সে আক্রমণ করতে পারেনি কখনও রমার নারী শরীরটকে, সে রমার বুকে মুখ গুঁজে পাঁচমিশেলি রান্নার ঘ্রাণ নিতে নিতে বলেছিল, কাল আমাদের গাড়ি আসছে।

লাফিয়ে উঠেছিল রমা -- কী ? গাড়ি ! আমাদের ! এতক্ষণ বলনি ? আগে কোনওদিনও কখনও অভিমান অনুভব করেনি কমল কারুর প্রতি। আজ এই মুহূর্তে বুকের মধ্যে অভিমান বোধের অনুভব হল, বলল, বলবো বলেই তো চুপি চুপি এসেছিলাম।

- ওম্মা ! তা চুপি চুপি আসার কী হল ? অত বড় আনন্দের খবর ?

- তোমাকে একলা দেব খবরটা ভেবে আসছিলাম। এটা আমাদের নিজেদের আনন্দ রমা। সত্যি কথা বলব, আজ শঙ্করটাকে দেখে খুব রাগ হচ্ছিল কিন্তু।

- জানি না বাবা। আমরা তো আনন্দ সবাইকে নিয়ে করতে হয় শিখেছি। তুমি একটু একলাসেরে আছ। থাক, কী গাড়ি বল ?

- সস্তায় পেলাম - ফিয়েট।

নগ্নতা , শরীর সে রাতে আর কথা বলল না। রমার মুখ দেখছে কমল, বলল, গাড়িটা চালালাম, দারুণ।

- কী রঙ ?

গাড়িটার যে কী রঙ মনে করতে পারছে না সে, আসলে রঙ বলতে তো তেমন কিছু আর অবশিষ্ট নেই। তাই বলল, রং করাতে হবে। যার গাড়ি ছিল একদম যত্ন করেনি বেচারাকে !

চোখ বড় বড় হয়ে গেছে রমার, বলল, গাড়িকে বেচারা বলছ ! ওটা কি মানুষ ? সত্যিই ... তুমি না ! মাগো মা ! গাড়িকে বলছে বেচারা।

সত্যি সত্যি এক ধরনের অনুভব হচ্ছে কমলের গাড়িটার প্রতি। ঝক্‌ঝকে কতগুলো আধুনিক গাড়ির পাশে কেমন বিমর্ষ মুখে দাঁড়িয়েছিল না গাড়িটা! লজ্জায়, হীনমন্যতায় কুঁকড়ে ছিল যেন সে ঠিক তারই মতো। বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকার সময় যখন পাশের লোকটি অন্যদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে 'ট্যাক্সি' বলে হাঁক পেড়ে, ট্যাক্সিতে উঠে চলে যায় ; তার নিজের তখন যেমন হীনমন্যতা হয়, তেমনই যেন গাড়িটারও হচ্ছিল। সেইজন্যই কি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সে ?

শুয়ে পড়েছে রমা। মুখে আনন্দ উদ্ভাস। বলল, আমার দিদিদের গাড়ি বাড়িতে বিয়ে হয়েছে। আমারই গাড়ি ছিল না। এতদিনে ওদের দেমাক ভাঙবে। কাল কখন আসবে গো ?

জড়িয়ে ধরেছে রমা তাকে আনন্দে। আতিশয্যে চুমু খাচ্ছে, বলল, খরগোস হলে কী হবে, জেদ আছে তোমার।

গাড়িটার করুণ চেহারাটার কথা মনে হচ্ছে তখন তার। মায়া লাগছে, তখনই মনে স্থির করেছে, খুব ভালবাসে সে গাড়িটাকে। যত অবহেলা পেয়েছে আজ পর্যন্ত, সব ভুলিয়ে দেবে তাকে। তাকে নতুন রং দেবে, জল ঝরে পড়বে না। যত্ন করবে খুব। আর তখনই মাথায় খেলে গেল অদ্ভুত একটা চিন্তা ; গাড়িটার একটা নাম হওয়া উচিত। তবেই তাকে সম্পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হবে। না, এখনই বলবে না রমাকে সে কথা। হাসাহাসি করবে। হাসাহাসি করলে ভাললাগবে না তার।

উত্তেজনায় ঘুম আসেনি রমার চোখে। বলল, গাড়ি নিয়ে কোথায় যাব আমরা।

-- পুজো দিতে। দক্ষিণেশ্বরে।

-- তারপর ?

-- তোমার বাপের বাড়ি।

-- তারপর ?

-- হানিমুন। দীঘায়।

-- উহুঁ, শংকর, যতীন, রূপকদের নিয়ে একসঙ্গে যাব।

আবার মিইয়ে স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে গেল যেন কমলের বুকের ভেতরটা। বলল, দুজনে প্রথমে একটু আনন্দ করি ? আমি চালাব, তুমি পাশে বসে থাকবে। কী দারুণ হবে

বলো তো ?

-- কিচ্ছু ভাল হবে না। ওরা থাকলে মজা হবে।

-- ঠিক আছে তাই যাব।

নামকরণের ভাবনাটা বোধহয় অজান্তেই স্রোতের মতো খেলা করছিল, হঠাৎ মাথার মধ্যে ভুস করে ভেসে উঠল একটা নাম 'স্নেহা'। ভেতরে ভেতরে ভেসে গেল সে, বলেই ফেলল রমাকে, গাড়িটার একটা নাম দেব, ভেবেছি 'স্নেহা'। দারুণ না ? চরম আশ্চর্যতম ঘটনা শুনল যেন রমা। হাঁ করে দেখছে কমলকে, বলল, মাথাটা গেল নাকি একেবারে ? মানুষের নামে নাম স্নেহা ? তাও আবার গাড়ির ? বালিশ থেকে মাথা তুলে অবাক চোখে দেখছে রমা তকে। যেন এই মাত্র সে একটা অদ্ভুত জীব প্রত্যক্ষ করল।

ভেতরের আহ্লাদি ভাবটা কণ্ঠস্বরে ফুটে বেরিয়েছে কমলের, বলল, একটা নতুন অতিথি তো বটে স্নেহা আমাদের। ওর একটা সুন্দর নাম হলে ক্ষতি কি ? স্নেহ, ভালবাসা থেকে ওর নাম, তাই স্নেহা।

লোকে হাসবে আর তোমাকে ডাহা একটা পাগল বলবে, তাছাড়া আর ক্ষতি কী

হবে ? মুখ বেঁকাল রমা।

সে রাতে আর ঘুমই এল না কমলের। ভোরের দিকে যখন তন্দ্রামতো হল, তখন ঘুমে দেখতে পেল দুধ-সাদা একটা রাজহংসীর মতো গাড়ি দাঁড়িয়ে ; মাথাটি তার লাল টুকটুকে উড়নিতে ঢাকা। নিমেষে তন্দ্রাভাব অন্ত÷ড়িত। উত্তেজনায় উঠে বসেছে সে, স্থির করে ফেলল তখনই, এমনই রঙে রাঙাবে সে স্নেহাকে।

হই হই করে এসে পড়েছে যতীন আর শংকর। সবুজ জমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে স্নেহা। লাল উড়নিতে ঢাকা মাথা তার। শরীরে দুধ-সাদা পোশাক। অহঙ্কারে মটমট করছে যেন সুন্দরী মেয়েটি। অহঙ্কার কি কম আজ কমলের ? জলজ্যান্ত একটা সুন্দর

গাড়ির মালিক সে। রমার মতো সুরসিকা বন্ধুবৎসল মেয়ের স্বামী সে ! আর তার কীই বা চাওয়ার আছে।

-- দেখছে দেখো, যেন কোনও মেয়েছেলেকে দেখছে ব্যাটা ! হাসছে যতীন।

যতীনের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রমা, ঠোঁট উল্টেছে, বলল, তাও যদি দেখত ...। আমাকেও ফুলশয্যার রাতে এরকম করে চেয়ে দেখেনি। তাকাবে কি, লজ্জায় মরে যান বাবু ! বাব্বা ! মনে আছে। আহ্ ! দু'ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে গেল শব্দটা। বিরক্ত লাগছে কমলের। ফুলশয্যা তাদের ব্যক্তিগত বিষয়। এই নিয়ে আলোচনা ভাল লাগছে না তার। বলল, স্নেহাকে কেমন সাজালাম বল্ ?

-- স্নেহা ! অবাক শংকর, বলল, স্নেহা কে ?

-- মাই বাপ, স্নেহা কমলের এই নতুন গার্ল ফ্রেন্ডটির নাম ; শংকরের কথার পৃষ্ঠে জুড়ে দিয়েছে কথা যতীন। মুহূর্তে ঝড়ের বেগে হাসি ছড়িয়ে পড়ল। সকলের হাসি ছাপিয়ে রমার তীক্ষ্ম হাসি ; সঙ্গে সঙ্গে উড়ে এল কথা, পাগল কাকে বলে দেখেছেন তো আপনারা ? গাড়ি নিয়েই এই ! না জানি মানুষ হলে কী করত !

-- মানুষ হলে ? শংকর রমার আরও পাশে সরে এসেছে, বলল, মানুষ হলে কী করত, জানো না এখনও ? ছ'মাস তো হল।

-- এই কমল ! গম্ভীর সিরিয়াস গলার স্বর যতীনের, কমলের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, বলল, একটা কথা বলবি সত্যি করে ? রমার শরীরে কটা তিল আছে বলতে পারবি ?

কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছে কমলের। রমার শরীর ভাবতেই নগ্ন দৃশ্যে এই মধ্য মাঠে প্রত্যক্ষ করছে তাকে সে। মাথা নিচু হয়ে গেছে নিমেষের মধ্যে। শুনতে পেল হাসছে রমা, বলছে, জানে না। জানে না। ওকে জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই যতীনদা।

-- এ কিরে সালা ! নিজের বউয়ের শরীর চিনলি না আর গাড়ির প্রেমে দেবদাস !

স্নেহাকে দেখছে কমল। মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে যেন স্নেহা তাকে। ভাললাগছে না বন্ধুদের সাহচর্য এখন। অমন আনন্দ ভাগ করে নেবে বলেই কিনা তাদের ডাকা !

-- হবে না রমা। একে দিয়ে কিস্যু হবে না। তোমার পতিটি আস্ত একটা উল্লুক। যতীনের কথার পৃষ্ঠে কথা যোগ করেছে শংকর, বলল, কী করে আছ উল্লুকটার সঙ্গে ? এর বিয়ে করাই উচিত হয়নি। বরাবর ওই বাপের সঙ্গে থাকতে থাকতে অ্যাবনর্মাল হয়ে গিয়েছে !

স্নেহার কাছে সরে এসেছে কমল। শরতের নীল রোদ্দুরে স্নাত স্নেহার রাজহংসী শরীর। অপূর্ব ! অপূর্ব ! এই সুন্দর গাড়িটার মালিক সে একা ভাবতেই গর্ব আর গর্বের অনুভব সমস্ত রক্ত, কোষে অনুরণন সৃষ্টি হয়েছে।

-- কী রে ? দেখবি, নাকি ঘরে যাবি ? তাড়া দিল শংকর, আমরা কিন্তু আর ঠাঠা রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না।

-- তোরা যা, আসছি।

এগিয়ে এসে কাঁধে হাত রেখেছে তার যতীন, বলল, না, এটা মানতেই হবে, গাড়ির ভোল পাল্টে দিয়েছিস। মন্দ লাগছে না। তাহলে একটা ট্রিপ মারা যাক। রমা বলছিল --

-- প্ল্যান কর তোরা। যাব।

-- আমি একটা কথা বলি ? বরং তোরা দুজনে ঘুরে আয় প্রথমে। তারপর না হয় আমরা যাব। দরকার কী সবাইকে নিয়ে ?

আশ্চর্য ! আশ্চর্য লাগছে কমলের। বলল, হঠাৎ ?

পেছন ফিরে দেখে নিল যতীন একবার। রমা আর শংকর ভেতরে চলে গেছে।

কমলের কানের কাছে মুখ এনে চাপা নিচু স্বরে বলল, শংকরটাকে তো চিনিস। বেড়ানো মানেই মাল ! রমাকে নিয়ে এভাবে তার সঙ্গে যাওয়া ঠিক হবে না। হাজার হোক তোর বউ। মাল খেতে খেতে যাবে ব্যাটা, আর মাল একটু পেটে পড়লে শালার হুঁশ থাকে না। দরকার কী ? তোরা ঘুরে আয়।

-- আর তুই ?

কাঁধ ঝাঁকিয়েছে যতীন, কিছু করার নেই। ও যাবে না, আমি যাচ্ছি একা তো ঠিক দেখাবে না। বন্ধুদের মধ্যে একটা লাফড়া হয়ে যাবে। স্যাক্রিফাইস করতে হবে আমাকে। কী আর করা ? ঘরের বউয়ের মান আগে।

-- আমার কিন্তু অসুবিধা নেই কোনও। রমা তোদের সবাইকে পছন্দ করে। ও একটু হইচই করে থাকতে ভালবাসে। তোরা আসিস, ভালোই তো। ওর মন ভাল থাকে।

-- সে ঠিক আছে, তবে --, কিছু বলবে ভেবে থেমে গেল যতীন।

-- তবে কী ? সিগারেট ধরিয়েছে কমল। স্নেহার নতুন রূপে আবির্ভাবের আনন্দে বেশি মূল্য দিয়ে আজ বড়সড় একটা ক্লাসিক সিগারেটের প্যাকেট কিনে ফেলেছে। একটি সিগারেট এগিয়ে দিয়েছে যতীনের দিকে। যতীন অবাক হওয়ার সুযোগ না দিয়ে বলে উঠেছে, সেলিব্রেট করা বলে --। খা। মজাদার মুখভঙ্গি করেছে যতীন, বলল, উরিস্‌শালা। দে। ধরিয়ে দে।

ঠোঁট থেকে ঠোঁটে সিগারেট থেকে সিগারেট অগ্নি সংযোগ হল পলকে। দীর্ঘ লম্বা একটা টান নিয়ে মুখের ধোঁয়া ছেড়েছে যতীন। বলল, তোকে বলতে খারাপ লাগছে --। তাও বলাটা উচিত হয়তো --।

-- রঙের প্ল্যানটা কেমন বল তো ? সাদা তো গাড়ির রং হয়ই। কিন্তু মাথাটা এরকম লাল ? আমি তো দেখিনি। সুখে পরিপূর্ণ একজন মানুষের মুখ কমলের। যতীনের কথা কানে যাচ্ছে কি যাচ্ছে না বোঝা যাওয়ার উপায় নেই। স্বপ্নের দিকে নির্নিমেষ

তাকিয়ে আছে।

-- তুই কি জানিস শংকর আজকাল দুপুরের দিকেও যখন তখন আসে ? রমাই বলছিল।

-- তাকিয়ে থাকবে লোকে স্নেহার দিকে ! কেরানির গাড়ি। ভাব, লোকে বলে 'বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়ানো', এ তার থেকেও বেশি ! সুখে, অহঙ্কারে, তৃপ্তিতে বলে যাচ্ছে কমল।

-- তা তো একশোবার। কিন্তু শংকরের এভাবে আসাটা নিয়ে রমাও খুব খুশি নয়। বলছিল, দুপুরে একটু ঘুমোব, উপায় নেই। শংকরদা এসে হাজির হয় যখন তখন। তুই তো ওর কোনও কথা কানে নিস না, তাই তোকে বলেনি।

-- তো আমি কী করব ?

-- শংকরকে বলবি।

-- কী বলব ? দুপুরে আসিস না ? মাথা খারাপ হয়েছে নাকি তোর ?

-- মাথা খারাপ হওয়ার কী আছে এতে ? তোর বাড়ি, তোর বউ, তুই যা খুশি বলতে পারিস। আমার বউয়ের কাছে যাক তো, ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দেবে। আমিই শালা কেলিয়ে দেব। উত্তেজিত হয়ে উঠেছে যতীন, বলল, দে, আরেকটা সিগারেট দে।

প্যাকেট এগিয়ে দিয়েছে কমল -- নে।

-- আমার কিন্তু ভাল লাগছে না ব্যাপারটা। এরপর পাড়ার লোকের চোখে পড়লে দশ কথা উঠবে, দেখবি।

-- সে তো তোদের রোজ রোজ সন্ধেবেলা আসা নিয়েও উঠতে পারে কথা। তা বলে

তোদের সবাইকে আসতে বারণ করে দেব নাকি ? ছাড় না --।

পাণ্ডুর হয়ে গেছে মুখ যতীনের। তবু মুহূর্তেই সামলে নিয়েছে নিজেকে। স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে অভিব্যক্তিকে, বলল, সেটা তোর ব্যাপার। সেরকম হলে রোজ রোজ সন্ধেবেলার আসরও বন্ধ করে দেওয়া যাবে। সপ্তাহে দু-একদিন আসা।

-- কোনও দরকার নেই। যেমন আসছিস তেমন আসবি। রমার অসুবিধা হলে ও নিজেই বুদ্ধি করে ম্যানেজ করে নেবে। আর যদি রমার অসুবিধা না হয়, তবে কে কী বলল আমার কিছু যায় আসে না তাতে। এবার বল্ কোথায় যাওয়া যায়। রমার ইচ্ছে সবাই মিলে কোথাও যাব।

অসহিষ্ণুতা অনুভব করছে যতীন, বলল, ভেতরে চল। ঘরে গিয়ে কথা হবে।

-- দাঁড়া না বাবা। দেখনা গাড়িটাকে। আমি তো চোখ ফেরাতে পারছি না। তুই কোনওদিনও ভাবতে পেরেছিলি, আমার একটা গাড়ি হবে ?

-- আমি ঘরে যাচ্ছি। তুই রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে তোর গাড়ি দেখ। দ্রুত পায়ে হাঁটা দিয়েছে যতীন।

দেখছে কমল স্নেহাকে। লাল শালুর কাপড়টা নিয়ে উইন্ড স্ক্রিনে হালকা একটা দাগ মুছে দিল। কী যে ভালবাসা বোধ হচ্ছে তার ! তারপর নীল রঙের পলিথিনটা দিয়ে ঢেকে নিল স্নেহার শরীর। কোনও কষ্ট পেতে দেবে না সে আর স্নেহাকে।

ঘরে পা দিতেই লাফিয়ে পড়েছে শংকর -- তুইই বল্ তো। শর্মিষ্ঠার ডেট এসে গেছে, আর যতীন তোদের সঙ্গে বাইরে যাবে বলছে ? কোনও মানে হয় ?

-- কীসের ডেট ?

-- আরে ওর বউয়ের বাচ্চা হবে না ? এ মাসেই তো ডেট ! এই অবস্থায় বউকে একা

রেখে ওর যাওয়াটা উচিত হবে ? স্নেহা এসেছে। স্নেহার এই রূপ পরিবর্তন ; যে আনন্দ সঞ্চার করেছিল কমলের মনে, ধীরে ধীরে সেই নির্মল আনন্দানুভূতির ওপর মেঘ ছেয়ে যাচ্ছে যেন। কথা বলতেও ইচ্ছা করছে না এখন।

রমার উৎসাহের অন্ত নেই। এত বেলাতেও কাপের পর কাপ চা বানিয়ে যাচ্ছে সে। ঘরের মেঝেতে জমা হয়েছে তিন সেট কাপ। রান্নাঘর থেকে এক বড় ফ্লাস্ক চা এনে নামিয়ে রাখল সে। সঙ্গে মুরগী ভাজা। আঁচলে ঘাম মুছতে মুছতে কমলের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার গাড়ির জন্মদিন পালন হচ্ছে। তুমি যে চিকেনটা এনেছিলে, ওটার ঝোল না বানিয়ে পকোড়া করে দিলাম।

শংকরের বক্তব্য খণ্ডন করতে এক সেকেন্ডও সময় লাগল না যতীনের, বলল, শর্মিষ্ঠা যে বাপের বাড়িতে মায়ের আদর খাচ্ছে জানা নেই, না ? লাস্ট তিনমাস ধরে বাপের বাড়িতে তো ও।

-- তাহলেও তোর উচিত হবে না। ধর তুই বাইরে, আর শর্মিষ্ঠার ব্যথা উঠল, তখন ?

-- শর্মিষ্ঠার হয়ে আমি তো আর কোঁত পারবো না যে আমাকে থাকতে হবে ? যতীনের কথা শেষ হতে না হতে হাসির ঝড় বয়ে গেল ঘরে। হাসতে হাসতে রমা প্রায় শংকরের গায়ে ঢলে পড়ে যেতেই খিঁচিয়ে উঠেছে যতীন, এত হাসির কী আছে ? এত হাসির কী হল ?

কী সুন্দর ঢলে পড়া শরীরে যে আদুরে ভাব ফুটিয়ে তুলল রমা নিমেষের মধ্যে। বাচ্চা মেয়ের মতো ঠোঁট ফোলালো, চোখ ছলছল করল, বলল, বাব্বা ! হাসি পেলে হাসবও না ? ঠিক আছে। হাসব না যান। থাকুন আপনারা। আসর ছেড়ে গোড়ালিতে দুমদুম শব্দ তুলে শোয়ার ঘরে চলে গেল রমা।

-- দেখলি ? দেখলি তো ? মেয়েটাকে দিলি তো রাগিয়ে ? লাফিয়ে উঠেছে শংকর। রমার পেছন পেছন সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ছুটে গেছে। তৃতীয় সিগারেটটায় অগ্নি সংযোগ

করেছে কমল। মেঝেতে পাতা মাদুরের এক পাশে শুয়ে সিগারেটে সুখ টান দিচ্ছে। সমস্ত মুখমণ্ডল জুড়ে শান্ত এক অভিব্যক্তি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেখায় উদ্ভাসিত। হতবাক, হতচকিত কিংকর্তব্যবিমূঢ় যতীন। অবাক হয়ে দেখল কমলকে এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশেরও কম সময় নিয়ে। তারপর মাদুরের ওপরেই সজোরে ঘুষি মারল, স্‌স্‌সালা ! তুই একটা আস্ত বোক্‌...

-- আআআহ্ ! কী হচ্ছেটা কী ? বিরক্তি ভরে তাকিয়েছে কমল, কী শুরু করেছিস বল্ তো ?

-- শংকরের বাড়াবাড়িটা দেখলি ?

-- সিগারেট খা। উত্তেজিত হচ্ছিস কেন ? সিগারেটের প্যাকেটটা ছুঁড়ে দিল কমল। -- খা। সিগারেট খা। মাথা ঠান্ডা কর।

সিগারেট ধরিয়েছে যতীন। হাত কাঁপছে তার। চেয়ে আছে কমলের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে।

-- দেখছিস কী ?

-- তোকে। তুই শালা একটা গাড়োল ... গাড়োল বললেও কম বলা হবে।

-- কেন ? আমি কী করলাম ? এ তোর শংকর আর রমার ব্যাপার। তোদের মধ্যে আমাকে টানছিস কেন ?

-- তা তুই কিছু বলবি না ? বলতে বলতে রমার ঘরের দিকে যাওয়ার জন্য উঠতেই রমাকে আসতে দেখা গেল। পেছন পেছন শংকর। এ ঘরে ঢুকেই যতীনের উপস্থিতির প্রতি দৃষ্টিপাত না করেই কমলের উদ্দেশ্যে বলল, যাচ্ছি রে। দু-তিনদিনের জন্য কাছেপিঠে মন্দারমণিই ঠিক করলাম। নেক্সট শুক্রবার যদি বিকেল বিকেল বেরিয়ে পড়ি -- ঘন্টা তিনেকের পথ তো --। খুব বেশি হলে নটার মধ্যেই

ঢুকে পড়তে পারব। রমারও তাই মত।

-- তা যাচ্ছিস কেন ? বোস। সবে তো দুটো বাজে। ভাত খেয়ে যা।

-- বনানী ভাত নিয়ে বসে থাকবে।

আবার অভিমানী হয়েছে রমা। তার ফুলো ঠোঁট দুটোতে অভিমানের অপূর্ব কারুকাজ, বলল, বাব্বা ! বউ যেন আর কারোর থাকে না ? যান যান।

-- তার জন্য নয় তুমি জানো। একদিন দুপুরে না খেলে বনানী কিছু বলবে না। কিন্তু তোমাকে আবার ভাত বসাতে হবে। যাই।

-- সন্ধেবেলায় আসছেন তো ?

-- দেখি --। আজ নাও আসতে পারি। কাজ আছে একটা। যাই।

শংকরকে সদর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে এসে যতীনের পাশে বসে পড়েছে রমা। দৃষ্টিতে অভিমান, বলল, কী ? যাবেন তো ?

-- হবে না আমার। আমি না গেলেও অসুবিধা হবে না তোমাদের।

-- সত্যিই ! আপনি না ? কেন এরকম করেন বলেন তো ? ভাল্ লাগে ?

-- ভালো তোমার এখন নাই লাগতে পারে অনেক কিছু। রমা যতীনের পাশ থেকে উঠে এসেছে কমলের পাশে। বলল, তুমি বলো না কিছু ? কী হল ? বলবে তো ?

-- কী আশ্চর্য ! এর মধ্যে আমাকে জড়াচ্ছ কেন ? রমার হাতটা সযত্নে সরিয়ে দিয়েছে কমল। এই প্রথম রমার স্পর্শে তার শরীরে কেমন একটা অনুভূতি হল যেন। ঠিক যেন একটি কেন্নো সরসর করে হেঁটে যাওয়ার অনুভূতি। রমার শরীরজাত সেই রান্নার ঘ্রাণটা ইদানীং আর পাচ্ছে না সে। দিনকতক আগে রাত্রে একবার বলেও ফেলেছিল সে, 'তোমার শরীরের সেই প্রথম দিককার গন্ধটা আর নেই বুঝলে ! পাই না কেন বলো তো ?'

শরীর ভাঙছিল তখন রমা ; সাপিনীর মতো ছোবল দিয়ে উঠেছিল, সেই তোমার

রান্নার গন্ধ ?

-- হুঁ। তোমার সমস্ত শরীরে থাকত গন্ধটা। খুব ভাললাগত।

-- ধেৎ। বডি লোশনের গন্ধটা ভাললাগছে না ?

-- না। একদম না। ও তো দোকানে গেলেই পাওয়া যায়। ওটা তো তোমার নিজের গন্ধ না।

মুখ ভেংচে উঠেছিল রমা, ছি:ই। গা থেকে রান্নার গন্ধ বেরোবে, ওটা তোমার ভাললাগে। ম্যাগো। বডি লোশনটা যতীনদা এনে দিয়েছিল। গেল মাসে শিলিগুড়ি গিয়েছিল না ? ওখান থেকে।

-- ও। শরীরে বিষাক্ত ছোবলের অনুভূতি হয়েছিল যেন সঙ্গে সঙ্গে। রমার শত চেষ্টাতেও শরীর আর জাগেনি সে রাতে।

-- ভারী মজা তো ? তোমার বন্ধুরা রাগ করবেন আর আমি সামলাবো ?

-- আমি আবার রাগ করলাম কোথায় ? শোন, যে ব্যাটাছেলেরা কথায় কথায় মেয়েছেলেদের মতো রাগ করে তারা পুরুষই নয়।

-- তুই একটু বোস। আমি একটু আসছি। শ্রান্ত লাগছে কমলের। মাদুরে শোয়ানো শরীরটাকে টেনে তুলল। নি:শ্বাসে কষ্ট হচ্ছে। বলল, ঘুরে আসছি একটু, কাজ আছে।

-- যাচ্চলে ! এই তো গড়াচ্ছিলি। অবাক যতীন। বলল, এখন না গেলেই নয় ? জমিয়ে আড্ডা মারব ভাবলাম।

-- রমা আছে তো। ভাত খেয়ে যাস।

-- যাচ্ছিসটা কোথায় ? কী এমন কাজ হঠাৎ মনে পড়ল এখনই ? হতবাক যতীন, রমার দিকে ফিরে বলল, কী ? বলো কিছু উল্লুকটাকে ?

-- কী বলব ? দেখছেন তো। আপনারা তো আমার থেকে বেশি চেনেন বন্ধুকে।

-- এ ব্যাটাকে চেনা মুশকিল। একমাত্র ওকেই চিনতে পারিনি আমরা। শালা যে কখন কীভাবে, কী করে ... কে জানে ?

কথার মাঝখানেই বেরিয়ে পড়ল কমল।

স্টিয়ারিং-এ হাত দিতেই হেসে উঠেছে স্নেহা। এই প্রথম স্নেহার সঙ্গে সে একা। উড়ছে স্নেহা। কে বলবে কদিন আগের মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকা হীনমন্য মেয়েটি আজকের স্নেহা ? উজ্জ্বল এক ঝাঁক গাড়ির পাশে বিবর্ণ মলিন মুখে দাঁড়িয়ে থাকা অতীত সে !

হু হু করে ছুটে চলেছে স্নেহা তাতে এক বুক গর্ব আর অহঙ্কারের সুখ দিয়ে। জনবহুল পথঘাট ছাড়িয়ে ছুটেছে স্নেহা। কোথায় গন্তব্য জানা নেই কমলের। শুধু সুখ আর সুখের অনুভূতি। প্রাণ ভরে নি:শ্বাস গ্রহণ করল সে এখন এতক্ষণে। এইভাবে কাউকে সঙ্গী করে হারিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা কি আগে কখনও তার হয়েছিল ? মন হাতড়ে, তন্নতন্ন তল্লাসি করেও উত্তর খুঁজে পেল না তার। শুধু অনুভবে তার ছায়া ছায়া অস্তিত্বটুকুর আভাস পাচ্ছে সে।

আরও পথ অতিক্রম করে স্নেহার শ্রান্ত শরীরের ঘামটুকু মুছিয়ে দেওয়ার জন্য, এক সরু হয়ে আসা নদীর পাশে দাঁড়াল সে। সূর্য অস্ত যাওয়ার কাল। নদীর জল গৈরিক রঙা। স্নেহার দুধ-সাদা ত্বকে উড়ে আসা ধুলো। লাল শালু দিয়ে মোলায়েম করে মুছল কমল স্নেহার শরীর। তারপর আঁজলা ভরে জল নিয়ে ছিটিয়ে দিল তার শরীরে। আবার মুছল। এতটুকু উড়ে আসা অবাঞ্ছিত ধুলো-ময়লাও সে প্রশ্রয় দেবে না। নদীঘাটে ভাঙা-চোরা জীর্ণ এক নৌকা বাঁধা। কে যেন ফেলে গেছে ! ইচ্ছা করেই কি ?

ছোট এক ছেলে আখ চিবোতে চিবোতে এসে ভাঙা নৌকাটির ওপর শুয়ে পড়ল। বিস্ময় নিয়ে দেখছে কমল, যেন এই নৌকা তার একান্ত নিজস্ব, এমনই ভাব সেই ছেলের। কত হাত ঘুরে আসা এই নৌকা, কে জানে ?

দূর থেকেই হাঁক পাড়ল কমল, ও ভাই ! অ্যাই বাচ্চা !

অপূর্ব দুটো চোখে রাজ্যের বিস্ময় আর জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকাল ছেলেটি।

-- নদীটার কি নাম ?

-- চূর্ণী বাবু --।

-- নৌকাটা তোর ?

উত্তর দেওয়ার প্রয়োজনই বোধ করল না ছেলেটি। আপনমনে শুয়ে পড়ল নৌকার ওপর। ভারী তৃপ্তির এক ভাব অনুভব করল কমল। স্নেহার দিকে তাকাল পরিপূর্ণ সুখে। স্নেহা তার নিজস্ব ! তার একার ! চাতক জীবনে এক ফোটা জল যেন !

◆ সমাপ্ত ◆

|| মূর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত || ই-বুক ||

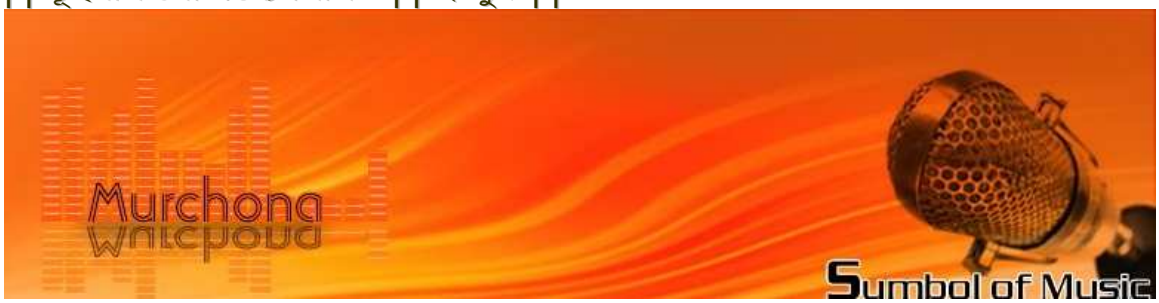

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
Suman_ahm@yahoo.com